বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানি: মানব উন্নয়নের বিপরীতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কৌশল[১]

ড. আবুল বারকাত

০১। বাংলাদেশ থেকে গ্যাস রপ্তানির প্রসঙ্গটি প্রকৃত অর্থে বিশ্বায়নের যুগে সাম্রাজ্যবাদের সুর্যাস্তহীন সাম্রাজ্য বিস্তারের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। এ রণকৌশলে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক স্বার্থের সম্মিলন ঘটেছে তিন পক্ষেরঃ সাম্রাজ্যবাদী দেশের বহুজাতিক কর্পোরেশন, ভারতীয় পুঁজি ও বাংলাদেশের দালাল পুঁজি (কমিশন এজেন্ট)ঃ

পক্ষ	স্বার্থ
⇒ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের বহুজাতিক কর্পোরেশন	নিরন্তর অতিমুনাফা নিশ্চিতকরণ স্পৃহা; বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ।
⇒ ভারতীয় পুঁজি	সস্তায় কাঁচামাল প্রাপ্তির মাধ্যমে একচেটিয়া পুঁজির স্তরে উপনীত হবার চেষ্টা; বিশ্ব অর্থনীতিতে শক্তিশালী স্থান করে নেয়ার প্রচেষ্টা; আঞ্চলিকভাবে অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি মজবুত করণ।
⇒ বাংলাদেশের দালাল পুঁজি (কমিশন এজেন্ট/পরজীবী শ্রেণী/নিকৃষ্ট পুঁজি)	পঙ্গু পুঁজির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা; বাংলাদেশের রাজনীতিতে একচ্ছত্র কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা; রাজনীতি ও অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ণ (criminalization) চিরস্থায়ী করণের প্রয়াস।

পক্ষত্রয়ের স্বার্থসম্মিলন ঘটেছে বিধায় গ্যাস রপ্তানি প্রসঙ্গটি যতই গণবিরোধী হোক না কেন তাদের প্রচেষ্টা বিভিন্নভাবে অব্যাহত থাকবে।

২। বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন (এমনকি জাতীয় আয় ও প্রবৃদ্ধির বৃদ্ধির অর্থে) ও মানব উন্নয়ন (Human development অর্থে) নিশ্চিত করতে গ্যাস রপ্তানি তেমন কোনো ভূমিকাই রাখবে না। রপ্তানিকৃত গ্যাসের সহায়তায় জিডিপি-র পরিমাণ, মাথাপিছু জাতীয় আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এমন কোনো বৃদ্ধি ঘটবে না যার ফলে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন আশা করা যায়। এ পর্যন্ত কোনো অর্থনীতিবিদই এমন কোনো হিসেবপত্তর পেশ করতে সক্ষম হননি যেখানে গ্যাস রপ্তানির ফলে ব্যপক জনগোষ্ঠির উন্নয়ন নিশ্চিত হবে– সেটা প্রমাণ হয়। আর মানব উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে যে গ্যাস রপ্তানির ভূমিকা থাকার কারণ নেই সেটা মানব উন্নয়নের সংজ্ঞা থেকেই সুস্পষ্ট। যেখানে মানব উন্নয়ন হ'ল এমন একটি স্বাধীনতা মধ্যস্থতাকারী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনগণের পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়ঃ অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি (শিক্ষা, স্বাস্থ্য), রাজনৈতিক স্বাধীনতা (গ্যাস রপ্তানির গোপন চক্রান্ত-এ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে), স্বচ্ছতার গ্যারান্টি, ও প্রটেকটিভ সিকিউরিটি। গ্যাস রপ্তানির বিষয়টি যে ভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে সেটাই স্বাধীনতার মূল চেতনার পরিপন্থী। এ বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আমাদের হাইকোর্টও বলছে।

৩। গ্যাসের চাহিদা, ব্যবহার, গ্যাস খাতে বিদেশি বিনিয়োগ, গ্যাস রপ্তানি ও এ সব বিষয়ের সম্ভাব্য অভিঘাত নিরূপণের জন্য আমরা বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে (holistic) চার দিক থেকে বিশ্লেষণ করব ঃ

---

[১] ন্যাশনাল ওসিওনোগ্রাফিক ও মেরিটাইম ইনস্টিটিউট আয়োজিত "বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ–মজুদ ও ব্যবহার" বিষয়ক সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য প্রবন্ধ/এলজিইডি মিলনায়তন, ঢাকা, ডিসেম্বর ০৮, ২০০১

(ক) গ্যাসের অভ্যন্তরীণ চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানব উন্নয়নের ঊর্ধ্বমুখী -ক্রমবর্ধমান চাহিদা হিসেবে আনা হয় নি। ক্রমবর্ধমান চহিদার বিষয়কে প্রাধান্য দিলে উদ্বৃত্ত গ্যাস (শুধু মজুদের নিরেখে নয় রিসোর্সের নিরিখেও) বলে কিছু থাকার কথা নয় (১১ থেকে ৬৯ টি সি এফ পর্যন্ত)। আর উদ্বৃত্ত যেখানে নেই সেখানে রপ্তানি কেন?

(খ) যুক্তি প্রদর্শিত হচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হ'ল বিনিয়োগ-স্বল্পতা। গ্যাস রপ্তানি করলে বহুজাতিক সংস্থারা আসবেন, বিনিয়োগ করবেন; এবং আস্তে আস্তে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতিতে ব্যপক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। আর তাই বলা হচ্ছে "মাটির তলায় সম্পদ রেখে লাভ নেই"। যুক্তিটা অতিমাত্রায় দুর্বল (পরে খণ্ডন করা হয়েছে) এবং কু-উদ্দেশ্যে রচিত।

(গ) গ্যাস-তেল সমৃদ্ধ তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশই নিজের দেশের প্রয়োজন-প্রাধান্য (priority of necessity) না দিয়ে গ্যাস রপ্তানি করে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে– এমন উদাহরণ নেই। যারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন প্রাধান্য না দিয়ে গ্যাস রপ্তানি করেছে (নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভেনিজুয়েলাসহ বহুদেশ) সে সব দেশে অনিবার্যভাবেই বিপর্যস্ত হয়েছে গণতন্ত্র, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বৈরতন্ত্র, বৃদ্ধি পেয়েছে সামরিক ব্যয় এবং কোথাও কোথাও অনিবার্য হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ। এগুলোর কোনোটাই আমাদের ভবিষ্যতের জন্য কাম্য নয়।

(ঘ) বাংলাদেশে গ্যাসের চাহিদা প্রক্ষেপণের (demand projection) ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার কথা কখনও ভাবা হয় নি। প্রক্ষেপণের ভিত্তি (assumption) হিসেবে এগুলো কখনও প্রাধান্য পায়নি। অর্থাৎ গ্যাসের চাহিদার হিসেব কষা হয়েছে মানুষকে বাদ দিয়ে, মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে। অনেক ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যে যেহেতু প্রক্ষেপিত চাহিদার তুলনায় প্রকৃত চাহিদা (actual consumption অর্থে সেটা প্রকৃত চাহিদা কি'না যথেষ্ট সন্দেহ আছে) কম ছিল সেহেতু প্রকৃত চাহিদা আসলেই কম। অর্থনীতি শাস্ত্রের মারপ্যাচ দিয়ে মানুষকে বোকা বানানোর এ এক অতি পুরাতন কৌশল। গ্যাসের চাহিদা নিরূপণে এ পর্যন্ত যত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলি অতিমাত্রায় স্থির চলমান (static, status quo) বাস্তবতার ভিত্তিতে রচিত মাত্র যেখানে মানব কল্যাণমুখী "dynamism" এর কোনোই স্থান ছিল না। এটাকে "vision" হীন জড়বস্তু ছাড়া অন্য কোনো নাম দেয়া যায় না। GB vision-এ সব আছে, নেই শুধু দেশের মানুষ। আর যারা এসব চাহিদা প্রক্ষেপণের সাথে জড়িত তারা চাহিদা প্রক্ষেপণের জটিল অংক জানতে পারেন, কিন্তু দেশপ্রেমিক নন (কেউ কেউ দেশদ্রোহীও বটে যদি ত্রিপক্ষীয় স্বার্থ গোষ্ঠির সদস্য হয়ে থাকেন)।

৪। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে গ্যাসের চাহিদা প্রক্ষেপণে যে বিষয়গুলো অবশ্যই হিসেবে আনতে হবে সেগুলোর মধ্যে জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উত্থাপন করতে চাইঃ

প্রথম: দেশের প্রতিটি মানুষকে আগামী ৫-৭ বছরের মধ্যে বিদ্যুতের আওতায় এনে আলোকিত করতে হবে। দেশের ৮৬ ভাগ মানুষ এখনও বিদ্যুৎ সুবিধের বাইরে অবস্থান করছেন। এ বিদ্যুতের মূল উৎস হ'ল গ্যাস। চাহিদার কোনো প্রক্ষেপণেই দেশের বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত ৮৬ ভাগ মানুষকে আগামী ৫-৭ বছরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার কথা নেই। মনে রাখতে হবে গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ তেল-ভিত্তিক বিদ্যুতের চেয়ে পাঁচগুণ মূল্য সাশ্রয়ী। আর বিদ্যুৎ সুবিধা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটায় না, সেই সাথে তার সুদূর প্রসারী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিঘাত প্রশ্নাতিত। যেমন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে এই আমাদের দেশেই যে খানায় বিদ্যুৎ নেই তার তুলনায় বিদ্যুতায়িত খানায় শিক্ষার হার বেশি, মেয়েদের শিক্ষার মান উন্নত, অসুস্থতার মাত্রা কম, এমনকি মোট প্রজনন হারও কম। আমি এমনও বলবো যে আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা জনসংখ্যার তুলনামূলক আধিক্যের বড় একটা সমাধানের পথ হ'ল বিদ্যুতায়নের দ্রুত বিস্তৃতি (যে

বিদ্যুৎ উৎপাদনে লাগবে গ্যাস)। দেশের বিদ্যুৎ সুবিধাহীন ৮৬ শতাংশ খানায় পর্যায়ক্রমে আগামী ৫-৭ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধে পৌঁছে দিলে শুধু মাত্র এ কারণেই সামনের ২০ বছরে জনসংখ্যা হ্রাস পাবে ৫-৬ কোটি। গ্যাসের চাহিদা প্রক্ষেপণকারী বিশেষজ্ঞেরা সম্ভবতঃ জনমিতি ও উন্নয়ন শাস্ত্রের এসব আন্তঃ সম্পর্কে অবগত নন।

দ্বিতীয়: দেশের ২.৬ কোটি হেঁসেলের ২.৫ কোটিতে গ্যাসের সুবিধে নেই। অথচ ২.৫ কোটি হেঁসেলে গ্যাস জ্বালানী পৌঁছে দেবার (পাইপ লাইন না এল পি জি এসব বিতর্ক করবেন প্রযুক্তি-বিশেষজ্ঞেরা) অর্থ হ'ল আমাদের মা-বোনদের প্রত্যেকদিন ১০ কোটি ঘণ্টার সাশ্রয় (অর্থাৎ বছরে সাশ্রয় ৩৬৫০ কোটি ঘণ্টা) ; আর্থিক সাশ্রয় বছরে কমপক্ষে ৪০ হাজার কোটি টাকা; আমাদের মা-বোনদের এক লাফে ৫ বছর গড় আয়ু বৃদ্ধি; বাতজনিত অসুখ বিসুখ কমে আসা ; পরিবেশ বিপর্যয় থেকে মুক্তি; সন্তান-সন্তদিদের বিকাশের জন্য মা-খালাদের অধিক পরিমাণ অবসর সময়ের সুযোগ; আর্থিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি, এবং আধুনিকায়নের অনেক মাত্রা উন্মোচন ইত্যাদি। গ্যাস চাহিদা প্রক্ষেপণে হেঁসেল অর্থনীতির বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত নয় কেন? আমরা কেন হেঁসেলের মা-বোনদের বসা অবস্থা থেকে ওঠে দাঁড়ানোর বিষয়টি গ্যাসের চাহিদা প্রক্ষেপণে ভাবছি না? এটা শুধু মা-বোনদের হাজারো বছরের সাংস্কৃতিক নির্যাতনেই নয়, এটা এক মানসিকতা (mind set) যেখানে মানুষ ও মহিলা– এক নয়, মহিলারা একান্তই মেয়ে মানুষ। সুতরাং মানব উন্নয়ন দর্শনে ন্যূনতম মাত্রায় বিশ্বাস থাকলে গ্যাস ভিত্তিক হেঁসেলের কথা ভাবতে হবে।

তৃতীয়: দেশে অনেক সারকারখানা বন্ধ যার প্রধান কাঁচামাল হ'ল গ্যাস। এ বছর আমরা রেকর্ড পরিমাণ সার আমদানি করছি। আমদানির তুলনায় দেশজ সারে ব্যয় সাশ্রয় প্রায় তিনগুণ; আর পরিকল্পিতভাবে সার উৎপাদন করতে পারলে ব্যয় সাশ্রয় ৪-৫ গুণ পর্যন্ত হতে পারে। একদিকে আমরা বলবো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্বল্প আর অন্যদিকে নিজস্ব সার কারকারখানা না চালিয়ে– আমদানি প্রণোদনা দেবো– এ কোন ধরনের দ্বৈততা। আমাদের গ্যাস চাহিদা নিরূপণের কোন্ প্রক্ষেপণে বিষয়টি হিসেবে আনা হয়েছে? আমাদের ক্রমবর্ধমান সারের চাহিদা আমরাই মিটাতে পারি – গ্যাসের চাহিদা প্রক্ষেপণে বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

চতুর্থ: দেশের অনেক গ্যাস-ভিত্তিক শিল্প কারখানা এখন গ্যাসের সরবরাহ না হবার কারণে বন্ধ আছে। দেশজ শিল্পের অগ্রগতিতে গ্যাসের চাহিদার হিসেব থাকলে এগুলো বন্ধ থাকার কথা নয়।

পঞ্চম: গ্যাস দিয়ে যে অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল তৈরী হয় এ কথাটি মনে হয় চাহিদা প্রক্ষেপণকারীরা আদৌ আমলে আনেন না। কারণ চাহিদার কোনো প্রক্ষেপণেই সেটা নেই। গ্যাস দিয়ে স্পঞ্জ আয়রণ বানিয়ে শিল্পায়ন সম্ভব, সম্ভব দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন – বিষয়গুলি চাহিদা-বিশেষজ্ঞদের ভাবনার মধ্যে নেই কেন?

ষষ্ঠ: আমরা বছরে ৩০-৩৫ লক্ষ টন জ্বালানী তেল আমদানিতে প্রায় ৫,৫০০-৬,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করি (যার ১০-১৫% বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়; ব্যপকাংশ গাড়ীতে ব্যয় হয়)। গ্যাস সম্পদ যখন আছেই তখন গ্যাস - ভিত্তিক জ্বালানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমানো ও মূল্য সাশ্রয়ের কথা ভাবা হয় না কেন? বিষয়টি গ্যাস - চাহিদা প্রক্ষেপণে আদৌ হিসেব করা হয় কি? আসলে হয় না– কারণ সেটা দালাল পুঁজি বা কমিশন এজেন্টদের স্বার্থ বিরোধী।

প্রকৃতপক্ষে দেশের ব্যপক জনগোষ্ঠির স্বার্থে অর্থনীতির উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্যাস-চাহিদার যে ধরণের প্রক্ষেপণ হওয়া প্রয়োজন সেটা কখনোই হয়নি। কেন হয়নি তা

আর এখন অজানা নয়। আমাদের কাজ হলো উপরোল্লিখিত মানদণ্ডসমূহের নিরিখে ক্রমবর্ধমান ঐ চাহিদার হিসেব কষা এবং জনগণের সামনে সেটা উপস্থাপনের মাধ্যমে দেখানো যে রপ্তানি যোগ্য গ্যাস আসলেই নেই; আর তারচেয়ে বড় কথা হ'ল আমাদের যে গ্যাস (মজুদ, উত্তোলনযোগ্য, রিসোর্স) আছে সেটা আমাদের নিজেদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতেই বেশি প্রয়োজন। আর স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরে এখন আমরা আমাদের নিজেদের উন্নয়নেই জোর দিতে চাই– কারণ আর দেরী করার সময় আমাদের নেই।

৫। গ্যাস রপ্তানির পক্ষে যুক্তি প্রদর্শিত হচ্ছে যে "মাটির তলায় রেখে লাভ নেই"; "আর বিবিয়ানা থেকে যাবে মাত্র ৪%";"বিদেশি বিনিয়োগ আরো বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে"; "দেশে বিনিয়োগ যোগ্য অর্থ নেই সুতরাং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা জরুরি" ইত্যাদি। আপাত দৃষ্টিতে এসব যুক্তিতে যুক্তি আছে, আসলে এগুলোর একটিও যথার্থ নয়।

প্রথম: বহুজাতিক সংস্থা ইউনিকোল আমাদের দেবে বছরে ১,০০০ কোটি টাকা হিসেবে ২০ বছরে ২০,০০০ কোটি টাকা। এ পরিমাণ অর্থ অর্থনীতিতে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে না। ২০,০০০ কোটি টাকার বর্তমান মূল্য (net present value) মাত্র ৪,০০০ কোটি টাকা। মাঝখান থেকে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক সংস্থা, ভারতীয় পুঁজি ও বাংলাদেশি দালাল পুঁজি (কমিশন এজেন্সি) স্ফিতি লাভ করবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ণের মাত্রা বৃদ্ধি ঘটবে– মাঝখান দিয়ে গ্যাস যাবে চলে। এ দুবৃত্তায়ণ হবেই তার কারণ গত ত্রিশ বছরে সরকারিভাবে যে ১৮০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ "ফরেন এইড" বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে তার ৭৫% অর্থাাৎ ১৩৫,০০০ কোটি টাকা দেশি- বিদেশি দুর্বৃত্তরা আত্মসাৎ করেছে।

উল্লেখ্য যে দুবৃত্তায়ন প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে হিসেব নিকেশের মধ্যেও প্রতিফলিত হচ্ছে। বলা হচ্ছে বিবিয়ানা থেকে যা যাবে সেটা মাত্র ৪ ভাগ। কিসের চার ভাগ (লবটা কি)? বিশেষজ্ঞদের অনেকেই দেখিয়েছেন যে আসলে ওটা মজুদের ৩২ ভাগ।

দ্বিতীয়: গ্যাস রপ্তানি করে বছরে পাওয়া যাবে ১০০০ কোটি টাকা। অথচ বাংলাদেশে বছরে বিদ্যুৎ ও গ্যাস চুরি (system loss অর্থে)-র পরিমাণ ১১০০ কোটি টাকা। এ চুরি বন্ধে মনোনিবেশ করাটাই উত্তম। আরো আছে– বাংলাদেশে আমরা বছরে সামরিক ব্যয়সহ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করি ১৫,০০০ কোটি টাকা। যুক্তিহীন এ ব্যয় ৫০% হ্রাস করে গ্যাস-উৎপাদন ও গ্যাস -ভিত্তিক শিল্প বিকাশে বিনিয়োগ করে আমাদের অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা অসম্ভব কেন? আরো আছে– আমাদের দেশে প্রতি বছর ৪০,০০০–৫০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি হয় (বিভিন্ন ধরণের ফাঁকির মাধ্যমে: আমদানী-রপ্তানী শুল্ক, আবগারী শুল্ক, আয় কর, ঘুষ, কালোবাজারি ইত্যাদি)। আসলে ইউনিকোল আমাদের যা দিতে চায় সেটা বছরে উৎপাদিত কালো টাকার মাত্র দুই ভাগ। আমরা কি কালো টাকার উৎপাদন মাত্র ২ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না? পারলে তো ইউনিকোলের প্রয়োজন নেই। আসলে গ্যাস রপ্তানি কালো টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যম হবে মাত্র। 'দুর্বৃত্তায়ণের' চারণ ক্ষেত্রে সেটাই স্বাভাবিক।

তৃতীয়: বলা হচ্ছে রপ্তানি–বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে, অথচ এ মুহূর্ত আমাদের দেশে (সরকারি মতে) "উদ্বৃত্ত তারল্যের ৫০০০ কোটি টাকা ব্যাংকগুলোর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে" (জনকণ্ঠ, ডিসেম্বর ৫, ২০০১)। বিনিয়োগকৃত অর্থের জন্য বিদেশিদের প্রয়োজন কেন যেখানে ৫০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ উদ্বৃত্ত তারল্যের "বোঝা" বইছি?

চতুর্থ: পোশাক শিল্পের সংগঠন (বিজেএমইএ) আমেরিকা ঘুরে এসে বলেছে "বিনিয়োগে কিছু দেয়া হলে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকের কোটা ও শুল্কমুক্ত বাজার পেতে সুবিধা হবে" (সম্ভবতঃ লবিস্ট ফার্ম—পেটন বোগস-এর কথাও তাই)। গ্যাসের সাথে পোশাকের এ ট্রেড-অফ কেন? কার স্বার্থে? (বিষয়টি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি উথাপন করেছিল, ১৪ নভেম্বর ২০০১)। আজ থেকে ১০-২০ বছর পরে আজকের পোশাক শিল্পের মত তখনকার গ্যাস শিল্প নিয়ে যে অন্য কোনো কিছুর সাথে ট্রেড-অফ করা হবে না তার গ্যারান্টি কোথায়?

৬। সবশেষে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ক্ষুদ্র পরিসরের উপস্থাপিত প্রবন্ধে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানব উন্নয়নের যে সব চাহিদা ও প্রেক্ষিতের কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় যে গ্যাস আমাদের নিজেদেরই খুব প্রয়োজন; রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত্ব নেই; গ্যাসের সুচিন্তিত ব্যবহার আমাদের দেশে মানব কল্যাণে যথেষ্ট সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে; এবং গ্যাস রপ্তানি "সাম্রাজ্রবাদ—ভারতীয় পুঁজি— বাংলাদেশের দালাল পুঁজি" ত্রয়ের স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ণ ত্বরান্বিত করবে। সুতরাং গ্যাস রপ্তানির প্রসঙ্গটি এ দেশের প্রতিটি মানুষকে মাথা থেকে বিদায় করাটাই হবে গ্যাস-ভিত্তিক মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করণের মানসিকতা সৃষ্টির সুদৃঢ় পূর্বশর্ত।